# বিপন্ন মাছেদের কথা

**ফরহাদ খান**

মাছে-ভাতে বাঙালি। প্রাচীনকাল থেকেই মাছের সঙ্গে বাঙালির সুসম্পর্ক। মাছের মধ্য দিয়ে বাঙালি পরিচয়ের উৎসমূলেও পৌঁছানো যায়। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় জানাচ্ছেন, 'বারিবহুল, নদনদী-খালবিল বহুল প্রশান্ত সভ্যতাপ্রভাবিত এবং আদি অস্ট্রেলীয় মূল বাংলায় মৎস্য অন্যতম প্রধান খাদ্যবস্তুরূপে পরিগণিত হইবে। ইহা আশ্চর্য নয়। চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ও দ্বীপপুঞ্জ এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের আহার্য তালিকার দিকে তাকালেই ভাত ও মাছই প্রধান খাদ্যবস্তু। বাংলাদেশের এই মৎস্যপ্রীতি আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি কোনোদিনই প্রীতির চোখে দেখত না, আজও দেখে না।' এতে করে অবশ্য বাঙালির মৎস্যপ্রীতি কখনও ম্রিয়মাণ হয়নি। মাছ খাওয়া কমায়নি বাঙালি। বাঙালির নিত্যদিনের খাদ্যতালিকায় প্রাচীনকাল থেকেই মাছ অপরিহার্য।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের অভিধানকার এবং কবিরা মাছের কথা ভোলেননি। মধ্যযুগের বাঙালি কবিগণ প্রসঙ্গ পেলেই মাছের উল্লেখ করেছেন তাঁদের কাব্যগ্রন্থে। তাঁদের দেওয়া তালিকায় দেখা যায়, বাংলার অসংখ্য মাছের ভেতর রুই, কাতলা, চিতল, মাগুর, ইলিশ, শোল, বোয়াল, রিটা, পুঁটি, পাবদা, ফলই, মৌরলা, আইড়, বাঁশপাতা, বাচা, ঢেলা, কালবাউস, টেংরা, রয়না, খলিসা, খরস্বলা প্রভৃতি ছিল বাঙালির নিত্যদিনের প্রিয় মাছ।

মাছের তালিকা শুধু নয়, সেই সব মাছ বিভিন্ন শাকসবজিসহকারে কীভাবে উত্তম ব্যঞ্জনে পরিণত হতো সে কথা জানাতেও ভোলেননি মধ্যযুগের কবিরা। মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজ বংশীদাসের বর্ণনায় রয়েছে–

পাবদা মৎস্য দিয়া রান্ধে নালিতার ঝোল।/পুরান কুমড়া দিয়া রোহিতের কোল॥/বাগুন দ্বিখণ্ড দিয়া তাতে লাউ যোগ।/মাগুর মৎস্যসহ রান্ধে সেই ভোগ॥/নবীন কুমড়া দিয়া কই মৎস্যসনে...

এই তালিকা বেশ দীর্ঘ। সে কালের কবিরা শব্দ সম্পর্কে বেশ সচেতন ছিলেন বলে মনে হয়। পাকা কুমড়াকে বলেছেন, পুরান কুমড়া, নবীন কুমড়া বলেছেন জালি কুমড়াকে।

বাংলাদেশে মৎস্য ও মৎস্যপ্রীতি সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায় প্রাচীন অভিধান ও অভিধানের টীকা থেকে। টীকাসর্বস্ব গ্রন্থের লেখক সর্বানন্দ বাঙালির প্রিয় মাছের তালিকায় ইলিশ মাছের কথা উল্লেখ করেছেন। ইলিশের তেল নানা প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতো। সর্বানন্দ বলেছেন, 'বঙ্গাল' দেশের লোকেরা শুঁটকি মাছ ও লোনা ইলিশ বেশ পছন্দ করত। বলাবাহুল্য সে পছন্দের এখনও কোনও ব্যত্যয় ঘটেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সর্বানন্দ ছিলেন অমরসিংহ রচিত সংস্কৃত শব্দকোষ অমরকোষের টীকাকার। তাঁর এই টীকাগ্রন্থেরই নাম টীকাসর্বস্ব।

সর্বানন্দের টীকাসর্বস্ব গ্রন্থের রচনাকাল দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ। টীকায় অনেক শাস্ত্র ও কাব্য থেকে উদ্ধৃতি রয়েছে। তিনি শ্লোকও রচনা করতেন অর্থাৎ কবি ছিলেন। নিজের গ্রন্থ সম্পর্কে একটি শ্লোকের শেষে তিনি বলেছেন, শব্দবিদ্যার পথে যদি জানবার কিছু থাকে তবে এই বইটি দেখা যেতে পারে। ড. সুকুমার সেন বলেছেন, সংস্কৃত টীকা লিখতে গিয়ে বাঙালি সর্বানন্দ এই বইয়ে 'প্রায় পাঁচশ' বাংলা শব্দ ভরে দিয়েছেন।' শব্দগুলোর মধ্যে বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতির খণ্ডচিত্র দেখতে পাওয়া যায়। মাছের কথা ছাড়াও পাওয়া যায় বিভিন্ন শাকসবজি এবং ঘর-সংসারের জিনিসপত্রের নাম এবং মিষ্টান্নদ্রব্যের বিবরণ।

প্রাচীন শব্দকোষ ও মধ্যযুগের কবিতার অনেক মাছ বাংলাদেশ থেকে এখন হারিয়ে যেতে বসেছে। বাঙালির অধিকাংশ প্রিয় মাছ যেগুলো আকারে ছোট তার প্রাপ্তির পরিমাণ এখন খুবই কম। দামও অসম্ভব চড়া। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, বাংলাদেশের বিখ্যাত সব ছোট মাছ এখন বিপন্ন অথবা বিপন্ন প্রায়। অনেক মাছই এখন বাজারে তেমন দেখা যায় না। আমাদের ধারাবাহিক অবিমৃশ্যকারিতায় অনেক মাছের বংশ নির্বংশ হতে চলেছে। বাজার এখন ভরে থাকে পুকুরপালিত পোষা মাছে।

নাকের বদলে নরুন পাওয়ার মতো এখন বাজারে পাওয়া যায় আফ্রিকান মাগুর, থাই সরপুঁটি, পাবদা, চীনা পাঙাশ, জাপানি রুই আর দক্ষিণ আমেরিকার হিংস্র পিরানহা মাছ। বাঙালির নিজস্ব মাছের এখন বড় অভাব। বাঙালির প্রিয় মাছগুলোর বেশির ভাগই মিঠাপানির। আর এই মিঠাপানির মাছগুলোই এখন বিজ্ঞানীদের ভাষায় মহাবিপন্ন, বিপন্ন এবং সংকটাপন্ন তাদের আবাস সংকোচন অর্থাৎ নদী, খাল, বিল, হাওর, বাঁওড় ইত্যাদি শুকিয়ে যাওয়ায় অথবা দখলের কারণে। মাছের এ অবস্থার জন্য নির্বিচার আহরণও সমভাবে দায়ী।

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক সংস্থা আইইউসিএন-এর বাংলাদেশ দপ্তর বাংলাদেশের মিঠাপানির মাছ সম্পর্কে লোমহর্ষক তথ্য প্রদান করেছে। তাদের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে এখন বিভিন্ন অঞ্চলের ২৬৬টি জাতের মাছ রয়েছে। এর মধ্যে ১২টি জাত মহাবিপন্ন অবস্থায়, ২৮টি বিপন্ন অবস্থায় এবং ১৪টি সংকটাপন্ন অবস্থায়। ৬৬টি জাত সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। সংস্থাটির মতে, ১৪৬ জাতের মাছ হুমকির সম্মুখীন নয় অর্থাৎ ১২০ জাতের মাছের দফারফা হওয়ার পথে। আইইউসিএন তাদের প্রকাশনায় বিপন্ন, মহাবিপন্ন, সংকটাপন্ন মাছের ছবিসহ বিবরণ প্রদান করেছে। সংস্থাটি বিপজ্জনক শব্দগুলোর সংজ্ঞার্থ দিয়েছে। তাদের শ্রেণীবিন্যাসে যখন কোনও শ্রেণীর বাংলাদেশে নিকট-ভবিষ্যতে প্রকৃতি থেকে বিলুপ্ত হওয়ার ঝুঁকি অত্যন্ত প্রবল বলে অনুষ্ঠিত হয় বা সম্ভাবনা থাকে তখন সেই শ্রেণীকে 'মহাবিপন্ন' বলে বিবেচনা করা হয়। 'বিপন্ন' হলো সেই শ্রেণী যে শ্রেণী মহাবিপন্ন নয়, কিন্তু বাংলাদেশে অদূর ভবিষ্যতে প্রকৃতি থেকে বিলুপ্ত হতে পারে। 'সংকটাপন্ন' হলো সেই শ্রেণী যে শ্রেণী শঙ্কাজনকভাবে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। শব্দার্থগুলো সুখকর নয়, ভয়ঙ্কর। অসম্ভব মন খারাপ করার মতো।

মনখারাপ করা তালিকার মধ্যে মধ্যযুগের কবিদের দেয়া তালিকার মাছই বেশি। মাছগুলো এখনকার বাঙালিরও খুব প্রিয়। মন খারাপ করা তালিকায় রয়েছে- চিতল, ফলই, বাউস, রাইখ বা টাটকিনি, বাটা, কালবাউস, সরপুঁটি, তিতপুঁটি, ডানকানা, মহাশোল, আইড়, ট্যাংরা, রিঠা, মধু পাবদা, বাচা, পাঙাশ, মাগুর, গজাড়, শোল, মেনি বা ভ্যাদা, টাকি বা চ্যাং, চাঁদা, কাজুলি বা বাঁশপাতা, ঢ্যালা ইত্যাদি সব বিখ্যাত মাছ। অদূর ভবিষ্যতে এসব মাছ বাংলাদেশের খালবিল, নদীনালা থেকে উধাও হয়ে যাবে। শুধু ছবি পাওয়া যাবে আইইউসিএন-এর রেড বুকে।